পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জানুয়ারি-জুন ২০২৪)

কিশোরীদের আত্মরক্ষা ও আত্মবিশ্বাস তৈরিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)র উদ্যোগে যশোর ও ময়মনসিংহে ১৬দিন ব্যাপী কিশোরীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩-২৮ জানুয়ারি ২০২৪ ময়মনসিংহ শহরের লেডিস ক্লাবে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে শহরের আবাসন, আকুয়া ও চরপাড়া এলাকার ১২-১৭ বছর বয়সী ২০ জন কিশোরী অংশগ্রহণ করে। কারাতে প্রশিক্ষক বাদল লাল দাস কিশোরীদের কিশোরীদের আত্মরক্ষা ও আত্মবিশ্বাস তৈরিতে নানা কৌশল শেখান। উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক নূর নাহার বেগম ও উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. শাখাওয়াত হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, যশোরে ৩-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কারাতে প্রশিক্ষক মো. আনোয়ার হোসেনের পরিচালনায় আমেনা খাতুন গ্যালারিতে ১৬ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে ২০ জন কিশোরী অংশগ্রহণ করে। এছাড়া জনউদ্যোগের আয়োজনে সুনামগঞ্জ, খুলনা, গাইবান্ধা, নেত্রকোনা ও শেরপুরে অনুরূপ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

শুরুতে কিশোরীদের কাছে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, সবাই যেন প্রতিটি ক্লাস গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। কারণ এ ধরনের প্রশিক্ষণের জন্য ১৬ দিন যথেষ্ট নয়। তবে নিয়মিত ক্লাস করলে তা মোটামুটি ভালোভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব। প্রশিক্ষণার্থীরা পি.টি, কারাতে বেসিক ও সেল্ফ ডিফেন্স-এর সাতটি কৌশল আয়ত্ত ও চর্চা করে। এর ফলে কিশোরীদের আত্মবিশ্বাস ও সাহস বেড়েছে। এখন যেকোনো আঘাত থেকে তারা আত্মরক্ষা করতে পারবে বলে আত্মবিশ্বাসী। অনেকেই এবিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহী হয়েছে।

কেন্দ্র ও জেলার কারাতে ফেডারেশন, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন উৎসাহিত ও সহযোগিতা করে। তারা আগামীতেও আইইডির সাথে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

মতবিনিময় সভা

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সুযোগ করে দিতে হবে

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লক চেইন, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, মেডিকেল ড্রাইভ, সাইবার নিরাপত্তার মতো উন্নত প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে।' এসব ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তরুণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জনউদ্যোগের আয়োজনে ১৩ জানুয়ারি ২০২৪, অবলম্বন কনফারেন্স রুমে এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

স্মার্ট বাংলাদেশ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাবনা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ইয়ুথ লিডার আদুরী রাণী রবিদাস ও ফাতিমা জান্নাত রাইসা। প্রবীর চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে মতবিনিময়সভায় আলোচনা করেন অ্যাড. সিরাজুল ইসলাম বাবু, জাহাঙ্গীর কবির তনু, শিক্ষক অঞ্জলী রাণী দেবী, আহাদুজ্জামান রিমু, মনির হোসেন সুইট, গোলাম রব্বানী মুসা, খিলন রবিদাস, সুনীল রবিদাস, সুচিত্রা মুর্মু তৃষ্ণা প্রমুখ। বৈঠকে বক্তারা আরও বলেন, বাংলাদেশে দলিত ও সমতলের বিভিন্ন সংখ্যাল্প জাতিগোষ্ঠীর বিরাট সংখ্যক নাগরিক অনেক রকম ন্যায্য সুযোগের অভাবে আর দশজনের থেকে পিছিয়ে রয়েছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি থেকে যেমন তারা পিছিয়ে আছেন, তেমনি পিছিয়ে আছেন মৌলিক মানবাধিকার থেকেও। ফলে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানকে স্বপ্রণোদিত হতে ভূমিকা রাখতে হবে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে দলিত ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য সেবা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নে কাজ করার দাবি জানান।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জানুয়ারি-জুন ২০২৪)

কর্মসংস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধির দাবিতে সমাবেশ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আইইডির সহায়তায় ২৫ জানুয়ারি, ২০২৪ গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ গুমানিগঞ্জ গোয়ালপাড়ায় জনপ্রতিনিধিদের কাছে আইপি জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা শীর্ষক এক সমাবেশে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভা আয়োজন করে হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার'স ফোরাম।

অনুষ্ঠানে নিজস্ব সংস্কৃতির গান ও নাচ পরিবেশন করে স্থানীয় সাংস্কৃতিক দল । আলোচনাসভায় করেন আইপি যুবনেত্রী মারিয়া মুর্মুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মো. মাছুদুর রহমান মুরাদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন সাহেবগঞ্জ বাগদাফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ডা. ফিলিমন বাস্কে। উপস্থিত ছিলেন- গোলাম রব্বানী মুছা, হাসান মোর্শেদ দিপন, গুমানিগঞ্জ ইউপি সদস্য দেলোয়ার হোসেন ধলু, ঝিনন রবিদাস, সীমা কিস্কু, রূপসী মার্ডি, রাফায়েল হাসদাসহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রোজি কিস্কু।

ডা. ফিলিমন বাস্কে বলেন, আজ এখানে তীর চালানো প্রতিযোগিতা হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে একে আর্চারি বলা হয়। নারীদের আরও বেশি করে তীর খেলায় সংযুক্ত করতে হবে, প্রশিক্ষণ করাতে হবে। জনপ্রতিনিধিদের আইপি জনগোষ্ঠীবান্ধব হতে হবে ও তাদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, আপনারা ইউনিয়ন পরিষদে আসুন ও দেখা করুন। আমরা আপনাদের কথা শুনব ও আপনাদের দাবি পূরণের চেষ্টা করব। সীমা কিস্কু বলেন, জীবনমান উন্নয়নে আমাদের কর্মসংস্থানর দরকার, যার মাধ্যমে আমরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমাজের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি।

সমাবেশ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আইপি জনগোষ্ঠির মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার দাবি

সকল জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালুর দাবিতে ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ রাজশাহীর পবা উপজেলার মিয়াপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে স্থানীয় শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটি সদস্যদের অংশগ্রহণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আইইডি আয়োজিত এ সমাবেশে দুইশতাধিক মানুষের সমাগম হয়।

আইইডি রাজশাহীর ফেলো আন্দ্রিয়াস বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন পবা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ওয়াজেদ আলী খান, যুব প্রতিনিধি বাপ্পি বিশ্বাস, নারী নেত্রী নিশি হেম্ব্রমসহ বিভিন্ন গ্রামের মোড়লরা। সমাবেশে বক্তারা বলেন, যেকোনো জাতি নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে পারলে পরিপূর্ণ বিকাশ হয়, যা অন্য ভাষায় সম্ভব নয়। এজন্য উত্তরবঙ্গের সকল জাতিসত্তার শিশুদের নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা অত্যন্ত জরুরি। উল্লেখ্য, সমাবেশের একটি বড় অংশ ছিল নিজ সংস্কৃতির নাচ প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলা।

অপহৃত মালপাহাড়ীয়া নারী ফিরে গেলেন পরিবারের কাছে

রাজশাহীর পবা নতুনপাড়া এলাকার মালপাহাড়ীয়া নারী সাগরীকে (৩৪) অপহরণকারীর কবল থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি পবা নতুনপাড়া বনলতা আবাসিক এলাকার একটি বাড়িতে কাজ করতেন। গত ১৩ মার্চ ২০২৪ বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরে না এলে তার মা শাহমখদুম থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। ১৫দিন পরেও তার খোঁজ না পাওয়ায় এইচআরডিসহ কয়েকটি সামাজিক সংগঠন নগরীর জিরো পয়েন্টে মানববন্ধন করে তাকে উদ্ধারের দাবি জানায়। এর ফলে শাহমখদুম থানার পুলিশ অভিযান জোরদার করে। পরে পুলিশ তাকে গত ১ এপ্রিল রাতে বাগমারা উপজেলার বীরসনি গ্রামের সুনীল চন্দ্র শীলের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর সাগরীকে আদালতে হাজির করা হয়। এইচআরডির সহায়তায় আদালত থেকে সাগরীকে সসম্মানে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, সুফিয়ান ও সৈকত নামে দুই যুবক সাগরীকে উত্যক্ত করে ও বিয়ে করার জন্য চাপ দেয়। সাগরী তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তারা দুইজন তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তবে একজন নারীর সহযোগিতায় সুনীল চন্দ্র শীল সাগরীকে অপহরণ করে নিজ বাড়িতে লুকিয়ে রাখে।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জানুয়ারি-জুন ২০২৪)

'কোচ ভাষায় শিক্ষার চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক মতবিনিময়সভা

আইইডির সহায়তায় হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস ফোরামের আয়োজনে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শেরপুরের ঝিনাইগাতি উপজেলার রাংটিয়া গ্রামের সোনে রাংটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে 'কোচ ভাষায় শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা' শীর্ষক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্জয় কোচের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর জেলা জনউদ্যোগের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষক এসএম আবু হান্নান, বনকুড়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিরণ চন্দ্র বর্মন, কোচ নেতা হিটলার কোচ ও আদিবাসী সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তাপস বিশ্বাস।

স্বাগত বক্তব্যে মিঠুন কোচ বলেন, ভাষার অধিকার পৃথিবীর সকল মানুষের আছে। আমাদের দাবি, ভাষার মাস ও ভাষার দশকে কোচ ভাষা লিখিত রূপ লাভ করুক। দক্ষতা প্রশিক্ষণার্থী স্মৃতি শিকদার বলেন, আমরা অনুরোধ করব আর যেন কোনো ভাষা হারিয়ে না যায়। অতিথি হিরণ চন্দ্র বর্মন বলেন, মায়ের কাছ থেকে শেখা বুলি আপনাকে যতখানি শক্তি দেবে অন্য কোনো ভাষা তা দেবে না। প্রধান অতিথি আবুল কালাম আজাদ বলেন, কোচ ভাষার বর্ণমালা না থাকায় বাংলা ভাষায় অন্তত নিজের ভাষাটা লিপিবদ্ধ করুন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাংলাদেশে ৫টি আইপি জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হলেও এখনো বেশ কিছু ভাষায় তা চালু করা হয়নি। মাতৃভাষায় প্রথমিক শিক্ষা চালু করার মাধ্যমে আমাদের দেশের বিভিন্ন আইপি জাতির ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সুরক্ষা দেশের বৈচিত্র্য ও বহুত্বের সংস্কৃতি সুরক্ষার দাবি বহুদিনের।

এইচআরডি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মিলনমেলা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া বিভিন্ন আইপি জাতিগোষ্ঠীর যুবদের গত ৯ বছর যাবত তিনটি জেলায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে সহায়তা দিয়ে আসছে আইইডি। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো এসব যুবদের দক্ষ করে গড়ে তুলে বিকল্প পেশার মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো ও তারা নিজ কমিউনিটির উন্নয়নে জন্য কাজ করা। এসময়ে যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদের প্রায় শতভাগ যুবই আয়মূলক বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। এখন তারা আগের চেয়ে বেশ সচ্ছল এবং নিজের, পরিবার ও কমিউনিটির জন্য কাজ করছে।

শেরপুর জেলার রাংটিয়ার শালবনে এই যুবরা নিজস্ব উদ্যোগে এইচআরডিদের সম্পৃক্ত করে মিলনমেলার আয়োজন করে। ৯ফেব্রুয়ারি ২০২৪ অনুষ্ঠিত মিলনমেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়সভার আয়োজন করা হয়। শিক্ষক এসএম আবু হান্নানের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রধান অতিথি শেরপুর জেলার জনউদ্যোগ-এর আহ্বায়ক ও শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, বিশেষ অতিথি শিক্ষক হিরণ চন্দ্র বর্মন, হিটলার কোচ, তাপস বিশ্বাস প্রমুখ।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব, বর্তমান প্রশিক্ষণার্থী ও এইচআরডি সদস্যরা দিনব্যাপী এ আয়োজনে তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারা বলেন, আইইডির এই ভিন্নধর্মী উদ্যোগের ফলে আজ অনেক আইপি যুব ও তাদের পরিবার সচ্ছলতা পেয়েছে। তাদের জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে ও কমিউনিটির অন্যান্য তরুণ-যুবদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করতে পারছে।

এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মজীবি যুবরা এ আয়োজনের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেছে যা এইচআরডি ও নতুন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রেরণা ও উৎসাহ জুগিয়েছে।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জানুয়ারি-জুন ২০২৪)

যুবদের সাথে সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবর্তন ইস্যুতে অডিও ভিজ্যুয়াল সচেতনতা সভা

যশোর জিলা স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুতথ্য ও গুজব প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা তৈরির জন্য অডিও ভিজ্যুয়াল সচেতনতা সভা হয়েছে। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ যুব ও সাংস্কৃতিক ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. শোয়াইব আহমদ। অডিও ভিজ্যুয়াল উপস্থাপন করেন যুব ও সাংস্কৃতিক ফোরামের সদস্য রোহিত রায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারীর প্রতি অমর্যাদাকর নানারকম বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা চালানো হয়। এই কুতথ্য নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই ধরনের প্রচারণা কেন ও কীভাবে চালানো হয় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো কোনো প্রচারণা লিঙ্গ বৈষম্য ও সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করে তাই এ বিষয়ে এখন থেকেই শিক্ষার্থীদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে ক্রমে পড়ুয়া অনেক ছেলেমেয়ে এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাথে যুক্ত। তারা না জেনে নানা ধরনের গুজব দ্বারা কোনো কোনো সময় প্রভাবিত হয়।

এরপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুতথ্য, গুজব ও সাইবার বুলিং এর উপর তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তথ্যচিত্র উপস্থাপন ও আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জিলা স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক ও জনউদ্যোগ সদস্য মো. জামাল উদ্দিন, আইইডি যশোর কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক বীথিকা সরকার এবং যুব ও সাংস্কৃতিক ফোরামের সদস্যবৃন্দ।

নারীদল, পুরুষদল, কমিউনিটি ফোরাম সদস্য ও স্থানীয় মানুষদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলেন পৌর মেয়র

বারান্দীপাড়া মেঠোপুকুরপাড় এলাকার শিউলী, বৈশাখী, ফাল্গুনী ও কর্ণফুলী নারীদল সদস্যরা এলাকার যেকোন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে থাকে। বর্তমানে এলাকায় চলাচলের অযোগ্য রাস্তা সংস্কার বিষয়ে দল সভা ও কমিউনিটি ফোরাম সভায় আলোচনা করে। মেঠোপুকুরপাড় রাস্তা সংস্কারের জন্য নারীদল ও কমিউনিটি ফোরাম সদস্যগণ স্থানীয় কাউন্সিলর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

পরে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ২১ জানুয়ারি ২০২৪ নারীদল, পুরুষদল, কমিউনিটি ফোরাম সদস্য ও স্থানীয় মানুষদের অংশগ্রহণে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনের খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে স্থানীয় কাউন্সিলর ও পৌর মেয়রের রাস্তাটি সংস্কারের আশ্বাস দেন।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

ঐতিহ্যরক্ষার দাবিতে জনউদ্যোগ সদস্যদের আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জনউদ্যোগ যশোরের উদ্যোগে ৫ মার্চ ২০২৪ দড়াটানা ভৈরব চত্বরে যশোরের ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক যশোর জেলা পরিষদ ভবনসহ সকল ঐতিহ্যরক্ষার দাবিতে, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

যশোর জনউদ্যোগের আহবায়ক প্রকৌশলী নাজির আহমদের সভাপতিত্বে আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন যশোর ঐতিহ্যরক্ষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক প্রবীণ সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা রুকুনউদ্দৌল্লাহ ও সদস্যসচিব মাহমুদ হাসান বুলু, মাহবুবুর রহমান মজনু, হাবিবুর রহমান মিলন, অধ্যাপক সুরাইয়া শরীফ, আইইডি যশোর কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক বীথিকা সরকার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জনউদ্যোগ সদস্যসচিব কিশোর কুমার কাজল।

বক্তারা বলেন, যশোর জেলা পরিষদ ভবনটি যুক্ত বাংলার প্রথম জেলা যশোরের দ্বিতীয় প্রশাসনিক ভবন। ১৯১৩ সালে ভবনটি নির্মিত হয়। ২০১৯ সালেও একবার জেলা পরিষদ ভবনটি ভাঙার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সে সময় যশোরবাসীর আন্দোলনের মুখে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে আশ্বস্ত করা হয় যে, ঐতিহ্যবাহী ভবনটি সংরক্ষিত হবে। কিন্তু একটি পক্ষ ব্যবসায়িক স্বার্থে ভবনটি ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যশোরবাসী এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। ইতিহাস-ঐতিহ্য বিরোধী সর্বনাশা সিদ্ধান্ত বাতিল করে মূল নকশায় ঐতিহ্যবাহী জেলা পরিষদ ভবন সংস্কার ও সংরক্ষণ দরকার।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যশোরের ঐতিহ্য রক্ষায় জেলা পরিষদ ভবন, পরিত্যক্ত রেজিস্ট্রি অফিস ও জজকোর্ট ভবন, পৌর জলকল, পুলিশ সুপারের ভবন রক্ষা এবং সংরক্ষণের দাবি জানানো হয়। আলোচনা শেষে শিল্পীরা নাটক ও সংগীতের মাধ্যমে যশোরে ঐতিহ্য রক্ষা ও সংরক্ষণের কথা বলেন।

ময়মনসিংহে বিভিন্ন কর্মসূচি

ময়মনসিংহের নারী দলসদস্যদের পরিকল্পনাসভা

অডিও-ভিজ্যুয়াল-এর মাধ্যমে দলসদস্যদের সচেতনতামূলক সভা

উদ্যোক্তা তৈরি ও ব্যবসা উন্নয়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ

উদ্যোক্তা হিসেবে আইইডির নারী দলসদস্যদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে ৫-৭ মার্চ ২০২৪ ময়মনসিংহে তিন দিনব্যাপী উদ্যোক্তা তৈরি ও ব্যবসা উন্নয়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক ও নারী উদ্যোক্তা মমতাজ বেগম শোভাকে সহায়তা করেন আইইডির প্রোগ্রাম অর্গানাইজার সুবর্ণা দাস। এতে আবাসন, র‍্যালিরমোড়, গোহাইলকান্দি মীরবাড়ি, খন্দকারবাড়ি, খালপাড় ও পুরোহিতপাড়া এলাকার ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারীরা বলেন, এই প্রশিক্ষণ তাদের ব্যবসা পরিচালনায় সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। কেন বা কীভাবে করবে এসব বিষয় জানতে পেরেছি যা আমাদের ব্যবসা উন্নয়নে কাজে লাগবে। মমতাজ বেগম শোভা বলেন, নারীরা এখন পিছিয়ে নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। তাই নিজের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন করতে নারীকে অবশ্যই আয়মূলক কাজে যুক্ত হতে হবে। উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. শাখাওয়াত হোসেন বলেন, নারী যখন উপার্জন করবে তখন পরিবার ও সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, নারীর সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বাড়বে। অধিদপ্তর সালিশের মাধ্যমে পারিবারিক দ্বন্দ্ব মীমাংসা করে থাকে। এছাড়াও ডে কেয়ার সেন্টার রয়েছে, যেখানে কর্মজীবী মায়েরা তাদের সন্তানকে রেখে কর্মস্থলে যেতে পারেন। নাজনীন সুলতানা সর্বজনীন পেনশন স্কিম নিয়ে আলোচনা করেন ও পেনশন স্কিমে যুক্ত হবার আহ্বান জানান ও সকলকে সেবা প্রাপ্তিতে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

স্থানীয় সেবা ও সহায়তা প্রাপ্তি

রাষ্ট্রীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সাথে মতবিনিময়সভা

আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের সভাকক্ষে ৬ মে ২০২৪ নারী দলসদস্য, কমিউনিটি ফোরাম সদস্য ও রাষ্ট্রীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সাথে স্থানীয় সেবা ও সহায়তা প্রাপ্তি বিষয়ে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিথি ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ময়মনসিংহের উপ-পরিচালক নাজনীন সুলতানা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করেন আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক নুর নাহার বেগম এবং আইইডির উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে আলোচনা করেন উন্নয়ন কর্মকর্তা, মো.শাখাওয়াত হোসেন।

সভায় উপ-পরিচালক নাজনীন সুলতানা, রাষ্ট্রীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে দর্জি, বিউটিফিকেশন, ব্লক-বাটিক, ফুড প্রসেসিং- ট্রেডে ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ করানো হয়। প্রতি ৩ মাস অন্তর এসব প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ১৬-৪৫ বছর বয়সী নারীরা এ প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারবে। বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হাউস কিপিং, কম্পিউটারের উপর আবাসিক-অনাবাসিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিদিন ১০০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হবে। অধিদপ্তর ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা ব্যাচ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। অধিদপ্তরের একটি কর্মসূচি হলো ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ। ৫% হারে সর্বনিম্ন ২৫০০০ থেকে সর্বোচ্চ ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। এছাড়া ৪-৫ জন সদস্য মিলে দল তৈরি করলে ১,২০,০০০-১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আরও একটি উদ্যোগ হলো "মা ও শিশু সহায়তা" কর্মসূচি। প্রতি মাসে একটি ওয়ার্ডে ৫টি করে মা ও শিশু সহায়তা আসে। ২০-৩৫ বছর বয়সী গর্ভবতী নারীরা এ সেবা গ্রহণ করতে পারবে। প্রতি মাসে ৮০০ টাকা করে মোট ৩৬ মাস একজন নারী এই ভাতা পাবেন।

রাষ্ট্রীয় যেকোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা পেতে নিজের এনআইডি দিয়ে নিবন্ধনকৃত একটি নাম্বারে একটি ভাতা বা একটি সেবাই নিতে পারবে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সালিশের মাধ্যমে পারিবারিক দ্বন্দ্ব মীমাংসা করে থাকে। এছাড়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ডে-কেয়ার সেন্টার রয়েছে যেখানে কর্মজীবী মায়েরা তাদের সন্তানকে নিরাপদে রেখে কর্মস্থলে যেতে পারেন। নাজনীন সুলতানা সর্বজনীন পেনশন স্কিম নিয়ে আলোচনা করেন ও পেনশন স্কিমে যুক্ত হবার আহ্বান জানান। মুক্ত আলোচনায় কিভাবে তারা সেবা পাবে ও কার সাথে যোগাযোগ করবেন এমন প্রশ্নের জবাবে সকলকে অফিসের ঠিকানা দিয়ে সেবা প্রাপ্তিতে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

দলসদস্যদের বার্ষিক সামাজিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহের আবাসন কর্মএলাকার কলাশপুর আবাসন প্রকল্প প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৭ জানুয়ারি ২০২৪ দিনব্যাপী মেলা ও খেলাধুলার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা তৈরির জন্য সংগঠিত নারী দলসদস্যদের বার্ষিক সামাজিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার সহকারী পুলিশ সুপার তাহমিনা আক্তার, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, নারী ফোরামের আহ্বায়ক সৈয়দা সেলিমা আজাদ এবং জনউদ্যোগ ময়মনসিংহের যুগ্ম আহবায়ক লুৎফুন নাহার। উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি ফোরাম সদস্য ও পুরুষ দলের সদস্যবৃন্দ।

শুরুতে অতিথিবৃন্দনারী দলসদস্যদের নিয়ে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য আলোচনা করেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক নূর নাহার বেগম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অতিথিবৃন্দ।

প্রায় ৩৫০ নারীর অংশগ্রহণে এই অনুষ্ঠানেসকলে আনন্দের সাথে ১০টি খেলায় অংশগ্রহণ করেন। খেলাগুলো ছিল যথাক্রমে ১০০মিটার দৌড়, চামচে মার্বেল রেখে ভারসাম্য দৌড়, সুঁই-সুতা দৌড়, বস্তা দৌড়, টিপ পরানো, পাড়ে-পুকুরেবল নিক্ষেপ, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, মিউজিক বল এবং স্মৃতি পরীক্ষা। বিশেষ আয়োজন ছিল যেমন খুশি তেমন সাজ। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নারীদল সদস্যদের খেলার উদ্দেশ্য ছিল সকলেই অংশগ্রহণ করবেন ও অনেকে জয়ী হবেন। ঠিক হয় প্রত্যেকে ২টি খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেনও যিনি এক খেলায় জয়ী হবেন তিনি আর খেলতে পারবেন না। যেমন খুশী তেমন সাজ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। অতিথি, নারী নেত্রী, কমিউনিটি ফোরাম সদস্য, পুরুষ দলের সদস্য পর্যায়ক্রমে বিচারক ছিলেন। ১০টি খেলায় বিজয়ী ৩০জনকে পুরস্কৃত করা হয়। নারীদলের ৫জন সদস্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সহযোগিতা করেন।

যেমন খুশি তেমন সাজ-তে চুড়িওয়ালি হন পিনু, প্রতিবন্ধী সেজে তাদের সমস্যা তুলে ধরেন ছোঁয়া, আইনের চোখ অন্ধ ও সকলের জন্য সমান তা প্রদর্শন করেন সোমা, বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরেন পাপিয়া, মুক্তিযোদ্ধার বৃদ্ধ মা হন জরিনা এবং বেগম রোকেয়া হন রিপা।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একক নৃত্য পরিবেশন করেন সোমা, যৌথ নৃত্য করেন একা ও রথি, গান করেন জয়া এবং শরীফা আর কবিতা আবৃত্তি করেন রাশিদা। অনুষ্ঠানস্থলে দলের নারী উদ্যোক্তা অনেকে খাবারের স্টল দেন।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

কল্যাণপুর বস্তিতে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সামাজিক পরিবেশ, একতা, শান্তি ও সহযোগিতা জোরদারকরণ বিষয়ে ৯ মার্চ ২০২৪ ঢাকার কল্যাণপুর পোড়াবস্তিতে সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলা অনুষ্ঠান আয়োজন করে আইইডি। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর দেওয়ান মো. আব্দুল মান্নান, সিবিও নেতা মো. শাহ আলম, কমিউনিটি ফোরাম সদস্য মো. এমদাদ। অনুষ্ঠানে আইইডি সংগঠিত নারীদল সদস্য, যুবফোরাম, কিশোরীদল ও তাদের পরিবারের সদস্যরা এবং বস্তির সাধারণ নারী-পুরুষ অংশ নেন। শেষে কিশোরীদল ও যুব গ্রুপ সদস্যদের অভিনীত 'পেনসন' নাটকটি সবার প্রশংসা অর্জন করে। অতিথিরা আইইডির এ উদ্যোগের প্রশংসা করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন রাষ্ট্রীয় সুবিধাসমূহ সম্পর্কে নারী দলসদস্যদের অবহিতকরণ সভা

আইইডির আয়োজনে সমাজসেবা অধিদপ্তরে সুবিধাদি রয়েছে ও কীভাবে পাওয়া যায় তা জানতে গত ১৩ মে ঢাকা বিভাগীয় সমাজসেবা কর্যালয়ের সভাকক্ষে সঞ্চিতা তালুকদারের সভাপতিত্বে ও হরেন্দ্রনাথ সিংয়ের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকার পরিচালক আয়েশা আক্তার ও বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক সাজ্জাদুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা কেএম শহীদুজ্জামান, তারিক হোসেন প্রমুখ।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন সুবিধাদি কীভাবে পেতে পারেন তা বর্ণনা করে কেএম শহীদুজ্জামান বলেন, রাষ্ট্রীয় অফিসে আপনাদের আসার সুযোগ ও অধিকার রয়েছে।

সাজ্জাদুল ইসলাম বলেন, আমরা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। দেশের নাগরিক হিশেবে আমরা ও আপনারা সবাই রাষ্ট্রের মালিক। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ইট-কাঠ-পাথর-গাড়ি-এসি-ফ্যান-ফোন আমাদের সবার সম্পদ। জনগণের করের টাকায় আমাদের সংসার চলে। আমরা যে সুবিধাগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে দায়িত্ব পেয়েছি তা কারো দয়া বা করুণা না, এটা আপনাদের নাগরিক অধিকার। যখন প্রয়োজন আসুন, কথা বলুন, সর্বোচ্চ সহযোগিতা নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

১২জন নারী তাদের নিজেদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন, ভয়ে আপনাদের কাছে আসা হয়নি। আইইডির আমাদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দিচ্ছে, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুবিধাদি সম্পর্কে জানতে পারছি। আমাদের জানাবোঝাকে দলসদস্য ও এলাকাবাসীকে বলতে পারবো।

আয়েশা আক্তার বলেন, আমরা সবসময় আপনাদের সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। তিনি কেএম শহীদুজ্জামান-কে অধিদপ্তরের সুবিধাসমূহের তালিকা, যোগাযোগ, শর্ত ও নিয়মসমূহ ৩০ জুন ২০২৪ এর মধ্যে তার কাছে জমা দিতে নির্দেশ দেন। তিনি তা দেখে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন ও অতিরিক্ত পরিচালক সাজ্জাদুল ইসলামকে এ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে বলেন। তিনি বলেন, প্রেজেন্টেশনটি নিয়ে সমাজসেবা কার্যালয় ও আইইডি যৌথভাবে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাথে মানুষের দ্বারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হবে। তিনি আইইডির এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, কাউকে পিছিয়ে রেখে নয়, সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের এই শ্লোগান নিয়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কাজ করে সফল হবো।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু ও সকল জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষার অধিকার সুরক্ষার দাবি

সুনামগঞ্জে ভাষা অভিযাত্রা

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা অভিযাত্রার আয়োজন করে সুনামগঞ্জ জনউদ্যোগ। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অভিযাত্রায় কলেজের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। রমেন্দ্র কুমার দে মিন্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ মো. শামসুল আলম। অতিথি ছিলেন কবি ও লেখক ইকবাল কাগজী, অধ্যাপক মো. জমসিদ আলী, অধ্যাপক ড. রোখসানা পারভীন চৌধুরী, অধ্যাপক ইফতেখার আলম, উদীচীর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম ও অধ্যাপক জাকির হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জনউদ্যোগের সদস্যসচিব সাইদুর রহমান আসাদ।

বক্তারা বলেন, ভাষা আত্মপরিচয়, মর্যাদা ও গর্বের প্রতীক। আমাদের জাতীয় পরিচয় নির্ণিত হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে। আমাদের আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে চেতনা ও মানসের পড়াইয়ে পরাজিত শক্তিসমূহ। ধর্মের দোহাই, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বিশ্বায়নের বুলি আউড়ে বাংলা ভাষাকে পরিণত করছে পরিত্যাজ্য ভাষায়। সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার কথা বলা হলেও ঔপনিবেশিক ভাষাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা ও উন্নাসিকতার সরাসরি প্রভাব পড়ছে অফিস আদালত থেকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহারে। মিশ্র ও বিকৃতভাবে বাংলা ব্যবহার, অশুদ্ধ উচ্চারণ ভাষার রূপ, রস ও শক্তি নষ্ট করে। কেউ কেউ নানা বাহানায় বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সুকৌশলে অবহেলা, অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে আর অনাগ্রহ তৈরি করছে। এ প্রক্রিয়া আমাদের ভাষাকে অপমানের সামিল।

এসময় শিক্ষার্থীদের মাঝে দাবি সংবলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদেশি ভাষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বন্ধ, দাপ্তরিক কাজে বাংলাভাষার ব্যবহার, সকল জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষার অধিকার সুরক্ষা, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুল বাংলা ব্যবহার বন্ধ, শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা রেখে সম্প্রচার নীতিমালা হালনাগাদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরে বাংলা বানানের সমন্বয়, বাংলা একাডেমি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানান বিধানে যৌক্তিক সমন্বয়, সাইনবোর্ড ও ব্যানার বাংলায় লেখা ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মাণের দাবি জানানো হয়। পরে শিক্ষার্থীদের মাঝে ভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রশ্নোত্তরপর্বের আয়োজন করা হয়। সঠিক উত্তরদাতা ১০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। ভাষা অভিযাত্রার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলন নিয়ে জানতে পেরেছে। মায়ের ভাষা বাংলাসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়েছে।

কল্যাণপুরে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও স্বাস্থ্যবিধি প্রশিক্ষণ

ঢাকার কল্যাণপুর পোড়া বস্তির কিশোরী দলের সদস্যদের জন্য ৩০-৩১ মার্চ ২০২৪ জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক এবং ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত দুটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে আইইডি। এতে বস্তির বিভিন্ন অংশের ২০ জন করে মোট ৪০জন নারী ও কিশোরী দলসদস্য অংশ নেন। প্রশিক্ষক ছিলেন মানবাধিকার ও শান্তি কর্মী তন্দ্রা বড়ুয়া এবং আইইডির সমন্বয়কারী সঞ্চিতা তালুকদার। অংশগ্রহণকারীরা তাদের জীবনযাত্রায় সমস্যার ক্ষেত্রে মর্যাদা ও অধিকারহীনতাকে কারণ হিসেবে তুলে ধরেন। তারা বলেন, তাদের নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রয়োজন।

প্রশিক্ষকগণ বলেন, আমাদের কাজ মানুষকে সামাজিক উন্নয়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করা। স্থানীয় সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ ও কর্মসূচির সফল বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিলে চিকিৎসার ব্যয় কম হয়। এজন্য পরিচ্ছন্নতা, ঘর-বাড়ি-বাথরুম ও আশপাশ পরিষ্কার, ঘর খোলামেলা, রান্নাঘর পরিষ্কার রাখা, বাথরুম ব্যবহারের পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, নিয়মিত গোসল করা, বাইরে থেকে এসে হাত-পা-মুখ ধোয়া ও সম্ভব হলে বাইরের কাপড় ঘরে না পরা ভালো।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪

ফোক সেন্টারে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উপলক্ষে আইইডির সহায়তায় ঢাকার ফোক সেন্টারে ৬ মার্চ ২০২৪ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা ও আড্ডা আয়োজন করে জনউদ্যোগ। এতে আইইডির কল্যাণপুর পোড়াবস্তির নারীদল, কিশোরীদল ও যুবক্লাবের সদস্যগণ, জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটি, সাভার, মিরপুর, মোহাম্মদপুরসহ ঢাকা জনউদ্যোগের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমেদ খান সবাইকে স্বাগত জানিয়ে নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নানা অগ্রগতি ও সক্ষমতার পরেও আমাদের দেশের নারীরা পুরুষদের তুলনায় এখনো অনেকটা পিছিয়ে আছে। তাদের এগিয়ে নিতে হলে আমাদের নারীবান্ধব বাজেট তৈরি ও নানামুখী কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। পরিবার থেকে রাষ্ট্র সকল পর্যায়ে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনউদ্যোগ ও আইইডিসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে এজন্য কাজ অব্যাহত রয়েছে। সমাজে নারী-পুরুষ উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে তাই প্রত্যেককে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা এজন্য আপনাদের সাথে নিয়ে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে মানুষের মনোজগৎ পরিবর্তন করা সম্ভব। আমরা নিশ্চয়ই সফল হবো।

শান্তিকর্মী তন্দ্রা বড়ুয়া বলেন, আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমভাবে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন সেবাখাত, পারিবারিক কাজের স্বীকৃতি, মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোগঠনে নারীর জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের যে ব্যবধান রয়েছে তাকে আমলে নিয়ে যথাযথ সহায়তা করতে হবে। তাহলে একটি নারীবান্ধব ও জনবান্ধব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সঞ্চিতা তালুকদার বলেন, নারীদের পিছিয়ে রেখে কখনোই একটি রাষ্ট্র বা সমাজ সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। তাই নারীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। আইইডির সমন্বয়কারী সঞ্চিতা তালুকদারের সভাপতিত্বে ও তারিক হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন কবি হাসিদা মুন, মুসতারী বেগম, মামুনুর রশিদ, শরীফুল আনোয়ার সজ্জন প্রমুখ।

নেত্রকোনায় মাদকবিরোধী আলোচনাসভা

নেত্রকোনা রেলকলোনি প্রাঙ্গণে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে ১২ মার্চ ২০২৪ মাদকবিরোধী আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনউদ্যোগ আয়োজিত আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন জনউদ্যোগ আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা হায়দার জাহান চৌধুরী। মাদকের করালগ্রাস থেকে যুবসমাজকে রক্ষায় স্থানীয়দের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেন আবুল কালাম আজাদ, শ্যামলেন্দু পাল, নারী প্রগতি সংঘের ব্যবস্থাপক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী, সালাউদ্দিন খান রুবেল, নারী নেত্রী ববি আক্তার ও কল্পনা ঘোষ প্রমুখ।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জনউদ্যোগ সদস্যদের বার্ষিক সভা

জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ডা. মুশতাক হোসেনের সভাপতিত্বে গত ১০ জুন ২০২৪ সকাল ৯.০০টা থেকে দিনব্যাপী জনউদ্যোগ সদস্যদের বার্ষিক সভা সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান বলেন, আমাদের নেতিবাচকতাকে কাটিয়ে ইতিবাচক হতে হবে। ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে ব্যবস্থা বদল ও বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য হবে আমাদের লক্ষ্য। সার্বজনীন পেনশন স্কিম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিটি জীবন ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা চায়। রাষ্ট্র সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ব্যবস্থা করেছে। তাই নানামুখী আলোচনা ও আন্দোলনের ফসল হিশেবে একে কাজে লাগাতে হবে।

এরপর বিভিন্ন জেলা তাদের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। রিপোর্টে জেলার কাজের চ্যালেঞ্জ, শিখন, বাধা অতিক্রমে করণীয়, অর্জন, বিশেষ অর্জন, আউটপুট, আউটকাম, প্রভাব ও সুপারিশগুলো তুলে ধরেন। সভায় জনউদ্যোগ সদস্যরা বলেন, আমরা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও পরিবর্তন ঘটাতে চাই।

জনউদ্যোগের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: 'সম্প্রীতির বন্ধনে এসো মিলি প্রাণের উৎসবে'

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্তর ভেদের ফলে সমাজে বাড়ছে বৈষম্য, অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা। বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা। তাই যুব জাগরণ সৃষ্টি ও সম্প্রীতির আহ্বান নিয়ে জনউদ্যোগ ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ 'সম্প্রীতির বন্ধনে এসো মিলি প্রাণের উৎসবে' শিরোনামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। শেরপুর শহরের চকবাজার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে তিনশতাধিক নাগরিকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সী তরুণ-তরুণীরা নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজে সহমর্মিতার বার্তা দেয়।

জনউদ্যোগ আহ্বায়ক মো. আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে এবং শুভংকর সাহা ও তাসনুভা আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শেরপুর-১ সদর আসনের সংসদ সদস্য মো. ছানুয়ার হোসেন ছানু প্রধান অতিথি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মো. রফিকুল ইসলাম বিশেষ অতিথি ছিলেন। শেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আব্দুর রশীদ, সদর থানার ওসি এমদাদুল হক, রাজিয়া সামাদ ডালিয়া, এসএম ইমতিয়াজ চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, জাতির মানস গঠনে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুল খালেক, শামছুন্নাহার কামাল, হাবিবুর রহমান হাবীব, বায়োজিদ হাসান, নাসরিন রহমান ফাতেমা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সাবিহা জামান শাপলা এবং ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলাম মনি ও মো. আব্দুল হাই।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

পরিবেশকর্মীদের সভা : জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান

জনস্বাস্থ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান ও তা পরিমাপ করা যাচ্ছে।' জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীজুড়ে তাপপ্রবাহজনিত মৃত্যু বেড়েছে। যা শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করছে। তাই, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নাগরিকসমাজকে পরিবেশরক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।

২৭ এপ্রিল ২০২৪ জনউদ্যোগ খুলনার উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আয়োজিত পরিবেশকর্মীদের সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন। তারা বলেন, কৃষিজমিতে অপরিকল্পিত আবাসন নির্মাণকারীরা পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। বক্তারা বলেন, সুন্দরবনসহ কোথাও বৃক্ষ নিধন নয়, বৃক্ষরোপণ করতে হবে। সমাবেশ থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে বৃক্ষরোপণের আহ্বান জানিয়ে সিটি ল' কলেজ প্রাঙ্গণে বিভিন্ন জাতের প্রায় অর্ধশতাধিক ফলদ ও বনজ বৃক্ষরোপণ করা হয়।

অ্যাডভোকেট শামীমা সুলতানা শীলুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আফম মহসিন, শ্যামল সিংহ রায়, শেখ মফিদুল ইসলাম, মোমিনুল ইসলাম, মহেন্দ্রনাথ সেন, রুহুল আমিন হাওলাদার, নুসরাত আঁচল টুপি, বদরুন নাহার, দুর্জয় হালদার, জয় বৈদ্য প্রমুখ।

মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০২৪ : প্রযুক্তিনির্ভর যুগে সুতথ্য দিয়ে কুতথ্যকে মোকাবিলা করতে হবে

আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মেদ খানের সভাপতিত্বে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে ১৪ মে ২০২৪ আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক রাজু আহমেদ, পরিবেশ বার্তা সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ উজ্জ্বল, সাংবাদিক সাজ্জাদ হোসাইন, জনউদ্যোগের সদস্য সচিব তারিক হোসেন প্রমুখ। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য 'ধরিত্রীর জন্য গণমাধ্যম: পরিবেশগত সংকট মোকাবিলায় সাংবাদিকতা'।

বক্তারা বলেন, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা উভয়ই এখন রাষ্ট্র ও কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সমাজে সাংবাদিকদের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। সামাজিক মাধ্যমসহ কিছুকিছু ক্ষেত্রে কুতথ্য ছড়িয়ে পরিকল্পিতভাবে মানুষ ও প্রাণ-প্রকৃতির বিরাট ক্ষতি করা হচ্ছে। প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল সমাজে সুতথ্য দিয়ে কুতথ্যকে মোকাবিলা করতে হবে। তারা বলেন, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও সংবাদকর্মীরা একত্রে কাজ করলে সমাজ উপকৃত হবে। বৈশ্বিক সূচকে সাংবাদিকতা ভালো অবস্থানে নেই। সাংবাদিকদের উচিত এসব বাধা অতিক্রম করে নিজেদের ও সমাজের মানুষদের প্রশ্ন করতে বলা। সেজন্য গণমাধ্যমের স্বরূপ, কর্মপদ্ধতি ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানাবোঝা দরকার।

পরিবেশগত সংকট মোকাবিলায় তাই গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে। পেশাগত দায়িত্বের জায়গা থেকে জলবায়ু পরিবর্তন, বন ও বনবাসী, প্রাণ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় কথা বলতে হবে। কোনো শিল্প কারখানায় ইটিপি আছে কি না, পরিবেশ ছাড়পত্র আছে কি না সেই প্রশ্ন সাংবাদিকদেরই করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।

সাঁওতাল কিশোরীদের ফুটবল প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ১০ মার্চ, ২০২৪ পাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার জয়পুর মাঠে সাঁওতাল কিশোরীদের ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জনউদ্যোগ। বর্ণিল এই আয়োজনে সাঁওতাল নারীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রিসিলা মুরমুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন প্রবীর চক্রবর্তী,

গোলাম রব্বানী মুসা, মনির হোসেন সুইট, হাসান মোরশেদ দিপন, এ.কে.এম মাহবুবুল আলম মুকুল, বিটিশ সরেন, মারিয়া মুরমু প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সারাদেশে সাঁওতালসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী অন্যান্যদের তুলনায় পিছিয়ে। মানবাধিকার ও জীবনমানে তারা বঞ্চিত। প্রিসিলা মুরমু বলেন, এই কিশোরী ফুটবলাররা পড়াশোনার পাশাপাশি মাঠেও কাজ করে। সমাজের কুদৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা ফুটবলদল গড়ে তোলে। খেলায় জয়পুর-মাদারপুর দল ২-০ গোলে গোয়ালপাড়া-দইহারা দলকে পরাজিত করে।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

আইইডির গবেষণা: বনাঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় অর্ধেক মানুষই বন্যপ্রাণী হত্যায় যুক্ত

গুজব ও কুতথ্যের কারণে ক্রমশ কমছে বাংলাদেশের বনাঞ্চল, হত্যার শিকার হচ্ছে বণ্যপ্রাণী ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। কুটতথ্য ছড়িয়ে উজাড় করা হচ্ছে বন। আইইডির এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। কামরুশ শহীদ হাফিজ আদনানের নেতৃত্বে দলের অপর সদস্য হলেন পরিবেশ প্রকৌশলী তারিকুল ইসলাম। দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ২৫ মার্চ ২০২৪ আইইডি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের এইচকেএস আরেফিন সভাকক্ষে এক সেমিনারে গবেষকর ফল প্রকাশ করা হয়। দেশের ৬ জেলার বনাঞ্চল এলাকার ১৮-৫৫ বছর বয়সের ৫০ বাঙালি ও ৫০ জন আইপিসহ মোট ১০০ জন নরনারী এ গবেষণ কাজে সহযোগিতা করেন।

আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মেদ খানের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন জনউদ্যোগের আহ্বায়ক ডা. মুশতাক হোসেন, পরিবেশ বার্তা সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ উজ্জল, আইইডির সহযোগী সমন্বয়কারী হরেন্দ্রনাথ সিং, গবেষক ড. ফাতেমা ইয়াসমিন, সাংবাদিক আলকামা আজাদ, আইইডির জ্যেষ্ঠ সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব তারিক হোসেন ।

গবেষণায় দেখা যায়, বন্যপ্রাণী নিয়ে বনবাসী আইপিদের চেয়ে আক্রান্ত হওয়া, ভয় পাওয়া ও আতঙ্কিত হওয়ার হার বাঙালিদের বেশি। অংশগ্রহণকারীদের ৮৮% বাঙালি বন্যপ্রাণীর উপদ্রব ও আক্রমণ নিয়ে উদ্বিগ্ন। তবে আইপি জনগোষ্ঠীর মাত্র ১৭% এজন্য উদ্বিগ্ন। লক্ষ করা গেছে এসব মানুষের ৭২% গুজব কী তা বোঝেন না, ৯২% ভূতে বিশ্বাস করেন। ৪৮% মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বন্যপ্রাণী হত্যার সাথে জড়িত, যার ৮৮% বাঙালি ও ১২% আইপি সদস্য। বনে বসবাসকারী এসব মানুষের ৪৮% বন্যপ্রাণীর হামলার শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ৬৭% বাঙালি ও ৩৩% আইপি সদস্য। ৫৭% হাতির উপদ্রব নিয়ে আতঙ্কিত, সাপ নিয়ে ৬২% ও অন্যান্য প্রাণী নিয়ে আতঙ্ক থাকেন ২২% মানুষ।

বনে ভূত আছে এমনটা মনে করেন ৭৫%, গাছ কেটে বন উজাড় করলে ভূত চলে যায়- এমনটা মনে করেন ৩৩% মানুষ। তবে ৮৮% জানিয়েছেন, আগে তারা এটি বিশ্বাস করলেও পরে তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ইঁদুরকে মূল ক্ষতিকর প্রাণী বলে মনে করেন ৮৮%, সাপকে ৬২% আর হাতিকে ৪৫% মানুষ। তাদের মধ্যে ৯২% মানুষেরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যাকাউন্ট নেই। তবে ফেসবুকের নাম শুনেছেন ৪২%।

গবেষণায় বলা হয়, আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংস্থা আইইউসিএন-এর ২০১৫ সালের গবেষণা প্রতিবেদন এর তথ্য মতে, ১৫ বছরে বাংলাদেশ থেকে ১৮ প্রজাতির বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। দেশে ১৬০০ প্রজাতির বন্যপ্রাণী রয়েছে। তার মধ্যে ৩৯০টি প্রজাতিই বিলুপ্তির পথে আর পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়েছে ৩১টি প্রজাতি, যেখানে ২০০০ সালের তথ্য অনুযায়ী বিলুপ্ত প্রাণীর সংখ্যা ১৩। গ্রামাঞ্চলের বন-বাদাড়, গাছ, পুকুর-নদী ও মাঠে চরে বেড়ানো গুইসাপ, বেজী, ভোঁদড়, বানর, তক্ষক, শিয়াল, বনবিড়াল, মেছোবাঘ, উল্লুক, চিতাবাঘ, ঘড়িয়াল ও শুশুক দেখতে পাওয়া যেতো। এসব প্রাণী বিলুপ্তির পথে।

গ্রামাঞ্চলে কবিরাজী যৌনশক্তি বর্ধক, হাঁপানির ওষুধ, তাবিজ কবজ ইত্যাদি তৈরির জন্য নির্বিচারে গুইসাপ হত্যা করা হচ্ছে। মূল্যবান ওষুধ তৈরির নামে গুজব ছড়িয়ে এক শ্রেণির লোক রাতারাতি ধনী হওয়ার লোভে তক্ষক শিকার করছে। অসাধু ব্যক্তিরা সহজ-সরল মানুষকে ঠকিয়ে অর্থ উপার্জনের লালসায় এসব কুতথ্য ছড়ায়, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বনের ভিতরে অবৈধভাবে জনবসতি গড়ে তোলায় বন্যহাতি তার আবাসস্থল হারাচ্ছে, তাই হাতি ও মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়ছে। দ্বন্দ্বের জেরে মানুষ কুতথ্য ছড়িয়ে নিরীহ বন্যহাতি হত্যা করে। এতে বাধ্য হয়ে হাতি তার চলাচলের জায়গায় স্থাপিত বাড়িঘরে আক্রমণ করে। সঠিক তথ্য না জানা ও কুতথ্যের প্রভাবে অনেকে সাপ, বেজি, শিয়াল, বনবিড়ালসহ বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী দেখলেই তাদের উত্যক্ত, আক্রমণ ও হত্যা করে।

সম্পাদক : নুমান আহম্মদ খান

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) কর্তৃক
কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪ বাবর রোড (৩য় তলা), ব্লক বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং কারপাস থেকে মুদ্রিত
ফোন : (880-2) 410225509, E-মেইল : ieddhaka@gmail.com ওয়েব: www.iedbd.org